নিজেদের শহীদ মিনার পেল ইস্ট ওয়েস্ট

স্বপ্ন নিয়ে প্রতিবেদক

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নানা উদ্যোগ আয়োজনে একুশে ফেব্রুয়ানি পালন করে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি। শুধু যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শ্রদ্ধা জানানো হয় তা নয়, বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবেও নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন শিক্ষার্থীরা। তবু ঢাকার আফতাবনগরে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়টির ক্যাম্পাসে স্থায়ী একটি শহীদ মিনার ছিল না বলে কোথায় যেন একটু অপূর্ণতা এত দিন ছিল।

সেই অপূর্ণতা বুঝি ঘুচল, ক্যাম্পাসে তৈরি হয়েছে দৃষ্টিনন্দন একটি শহীদ মিনার। কাল ২১ ফেব্রুয়ারি এই মিনারের উদ্বোধন হবে। পুষ্পস্তবক অর্পণ করে নবনির্মিত মিনারটি উদ্বোধন করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশমুখে এমন একটি শহীদ মিনার গড়ার ইচ্ছা শুরু থেকেই ছিল। দেরিতে হলেও অভিনব নকশার একটা মিনার গড়তে পেরে আমরা সন্তুষ্ট। এর প্রধান উদ্দেশ্য, আমাদের শিক্ষার্থীরা যেন একুশের চেতনা বুকে ধারণ করতে পারে। তারা যেন দেশপ্রেমের আদর্শে সততার সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবন পরিচালনা করতে পারে।'

এই শহীদ মিনারের নকশা করেছেন স্থপতি অনুপ কুমার বসাক ও ফয়সল কবীর। লালরঙা মিনারটি একুশের সেই উত্তাল সময়, রক্তিম ভাষা আন্দোলনের প্রতীক। যে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি ছিনিয়ে এনেছিল মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার। মিনারের বক্রকার দেয়ালের সামনের অংশে ছোট্ট একটা বাগান। শহীদ মিনারের নির্মাণশৈলী সম্পর্কে এর স্থপতিরা বলেন, 'নকশা করার সময় আমাদের চেষ্টা ছিল, এটি যেন জাতীয় শহীদ মিনারের স্রেফ অনুকরণ না হয়ে যায়। জাতীয় শহীদ মিনারের যে ওয়ান পয়েন্ট পার্সপেক্টিভ, তা তৈরি করার মতো দূরত্ব বা কলেবর, কোনোটাই এখানে ছিল না। তাই আমরা এমন একটি বক্র দেয়াল পরিকল্পনায় রেখেছি, যার চারপাশ থেকে নানা সময়ে, নানাভাবে সূর্যের আলো পড়বে। তৈরি হবে অসংখ্য প্রেক্ষাপট। মিনারটি শুধু যে মহান একুশের স্মৃতি মনে করিয়ে দিচ্ছে তা নয়, বরং সামগ্রিকভাবে এই পুরো প্রাঙ্গণকেই একটা আলাদা অর্থ দিয়েছে।'

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির নবনির্মিত শহীদ মিনার। ছবি : সংগৃহীত

ক্যাম্পাসে তৈরি হয়েছে দৃষ্টিনন্দন একটি শহীদ মিনার। কাল ২১ ফেব্রুয়ারি এই মিনারের উদ্বোধন হবে। পুষ্পস্তবক অর্পণ করে নবনির্মিত মিনারটি উদ্বোধন করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন।

নিজেদের ক্যাম্পাসে নিজেদের একটা শহীদ মিনার পেয়ে শিক্ষার্থীরাও বেশ আনন্দিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভাপতি, ব্যবসায় প্রশাসনের ছাত্র আরাফ হোসাইন বলছিলেন, 'প্রতিবছর শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সাময়িকভাবে নির্মিত প্রতীকী শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করত। এবার থেকে স্থায়ী শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করা যাবে। আমি মনে করি, এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীর মধ্যেই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরিতে ভূমিকা রাখবে। প্রতিদিন ক্যাম্পাসে এলে এই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা দেয়ালটা আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্যকে মনে করিয়ে দেবে।'

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কাছে এবারের একুশে ফেব্রুয়ারিটা তাই অন্য রকম।

বই মেলায় প্রকাশিত
পরিতোষ বাড়ৈ'র বই
ঘরে বসে বই কিনতে -
www.rokomari.com/paritosh, ফোনে অর্ডার করুনঃ ১৬২৯৭

ভূত বনাম শয়তান
একটা ভূত আছে। মানুষকে ভয় দেখানোই তার কাজ। সে মানুষকে ভয় দেখিয়ে ভীষণ আরাম পায়। নয়নকে ভয় দেখাতে এসে তার দুঃখ-কষ্টের কথা জানতে পারে। তার খুব কষ্ট হয়। নয়নের দুঃখ দূর করার জন্য তার বন্ধু হয়ে যায়।
একটা শয়তান আছে। সে নয়নের ওপর অমানুষিক নির্যাতন করে। নির্যাতনের ধরণটা এ রকম, কখনও এক বেলা খেতে দেয় না। কখনও সুই দিয়ে কান ফুটো করে দেয়। কখনও মোটা বেত দিয়ে মারে। শয়তানটা নানান রকম ফন্দি বের করে নয়নের ক্ষতি করতে চায়। তাকে পৃথিবী থেকে চিরতরে সরিয়ে দিতে চায়

সময় প্রকাশন
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্যাভিলিয়ন- ৮

মায়ের চিঠি

খোকা,
তুমি কেমন আছ?
তোমার প্রদত্ত জেলে আমি ভালো আছি।
একজন মানুষ ৪৫ ইউনিট ব্যথা একবারে সহ্য করতে পারে। একজন মা সন্তান প্রসবের সময় ৫৭ ইউনিটের বেশি ব্যথা সহ্য করেন। তুমিকি ব্যথার মাত্রা বুঝতে পারছো? তোমাকে সামান্য উদাহরণ দেই...
এই ব্যথা ২০টি হাড্ডি একসাথে ভেঙ্গে যাওয়ার চেয়ে বেশি। তুমি নিশ্চই বুঝতে পারছো, তোমাকে জন্ম দিতে তোমার মায়ের কি পরিমান ব্যথা সহ্য করতে হয়েছে ...?
বৃদ্ধাশ্রম থেকে এক মায়ের অশ্রুজলে লেখা উপন্যাস। আপনি পড়ুন... ।
আপনার সন্তানকে পড়তে দিন.....
আপনার সন্তান পড়লে আপনাকে অন্তত বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাবে না ।

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্যাভিলিয়ন- ১৫